



বা: ম: উ: ক:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কাওরান বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
www.bfdc.gov.bd



পত্র নং-৩৩.০৩.০০০০.১০৩.০৬.০৫৮.২১-৫৪

তারিখ: ১১/০৫/২০২৩।

বিষয়: মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনায় বাস্তবায়িত “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সরেজমিনে পরিদর্শন প্রসংগে।

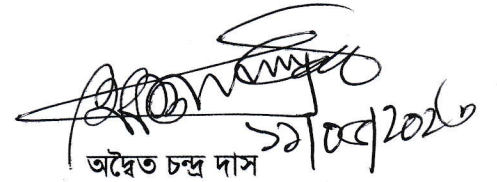
সূত্র: ১। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ইনোভেশন টিমের নিম্নোক্ত সদস্য কর্তৃক আগামী ১৭-১৮ মে ২০২৩ তারিখ মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনায় বাস্তবায়িত “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সংক্রান্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

| | |
|---|----------------|
| ১). জনাব অদ্বৈত চন্দ্র দাস পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন), বামউক, ঢাকা। | ইনোভেশন অফিসার |
| ২). জনাব মোঃ রাজিবুল আলম হিসাব নিয়ন্ত্রক, হিসাব বিভাগ, বামউক, ঢাকা। | সদস্য |
| ৩). জনাব রওশনুল হক অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ, বামউক, ঢাকা। | সদস্য |
| ৪). জনাব মোঃ আইয়ুব আফনান অর্থ বিশ্লেষক, পরিকল্পনা বিভাগ, বামউক, ঢাকা। | সদস্য-সচিব |

২। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।


অদ্বৈত চন্দ্র দাস

পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)

ফোন: ৫৫০১১৮৬৪

ই-মেইল: md@bfdc.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ- উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। পিএস টু চেয়ারম্যান, বামউক, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। দপ্তর নথি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
www.bfrc.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০৩.০০০০.১০৩.০৬.০৮৫.১৯.৩১০

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৩০ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনায় বাস্তবায়িত “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণার পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ১। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ গত ১৮ মে ২০২৩ তারিখ মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনায় বাস্তবায়িত “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অর্জিত বাস্তবিক জ্ঞান ও সামগ্রিক বিষয়াদির সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৩ পাতা।

৩০-০৫-২০২৩
কাজী আশরাফ উদ্দীন
চেয়ারম্যান

সচিব, সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

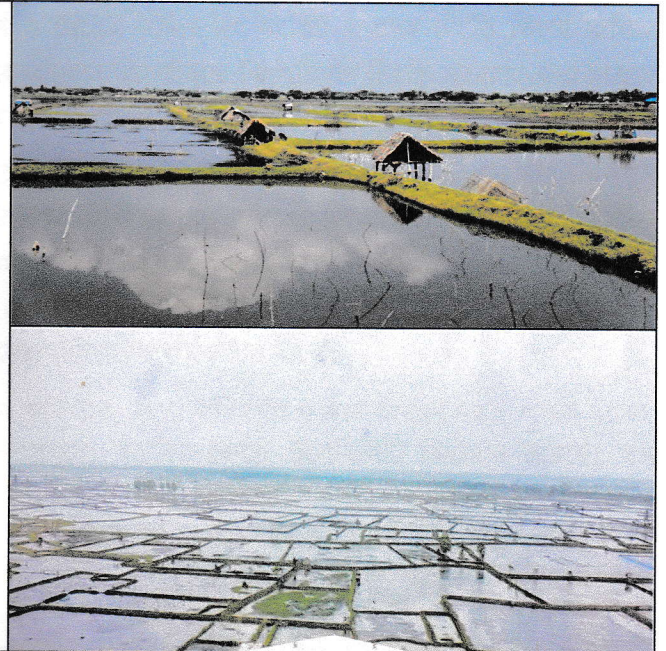
মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনায় বাস্তবায়িত “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৮ মে ২০২৩ খ্রিঃ, সকালঃ ১০:০০ ঘটিকা
পরিদর্শনের বিষয় : “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা সরেজমিনে পরিদর্শন
পরিদর্শনের স্থান : মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা
পরিদর্শন টিম : বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ইনোভেশন টিম।

(ক) পরিদর্শনের সার-সংক্ষেপ :

- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন-২০২০ অনুযায়ী “ট্রেসেবিলিটি অর্থ মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ সংশ্লিষ্ট মৎস্য খামারের তথ্যাদি, মৎস্য খামার ব্যতীত অন্যান্য আহরণস্থল বা কারখানা ও স্থাপনার তথ্যাদি বা মৎস্য পরিচর্যা, পরিবহণ ও সংরক্ষণের তথ্যাদি এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি সংরক্ষণের পদ্ধতি যাহা কোনো এক বা একাধিক ধাপে গৃহীত কার্যক্রম ও তাহার উৎস অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহারযোগ্য।”
- ট্রেসেবিলিটি হল তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন ক্রেতা চিংড়ির উৎপাদন ও বিপণন এর তথ্য জানতে চাইলে খুঁজে পেতে পারে এবং প্রয়োজনে তথ্য সূত্র ব্যবহার করে চিংড়িতে দূষণের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হয়।
- পর্যায়ক্রমিক প্রতিটি ডকুমেন্টে ট্রেস কোড ব্যবহারের মাধ্যমে One Step Back and One Step Forward লিংকেজ স্থাপন করা হয়।

| Doc.001 (তথ্য ফরম-০০১) Farm Information (খামার তথ্যাবলী) | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| নাম : _____ পিতার নাম: _____ | | | | | |
| Area code (খেলার কোড) | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | গ্রাম/পাড়া | ডাঙার নাম |
| Registration No. (রেজিস্ট্রেশন নং) | রেজিস্ট্রেশন নং: _____ | | | | |
| Fry source (কোচা উৎস) | কোচা উৎস: _____ | | | | |
| Species (শ্রেণি) | ক্যাটাগরি | জাত | ক্যাটাগরি | জাত | (কোচা উৎসের টিক দিন) |
| Start of farming (শুরুর তারিখ) | Month (মাস) | Year (বছর) | | | |
| Brand feed (Mention only the name of the brand) and lot no. (ব্র্যান্ড ফিড (শ্রেণি) এবং লট নং) | | | | | |
| Locally prepared feed (Mention only main ingredients) (স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা ফিড (শ্রেণি) এবং প্রধান উপাদান) | | | | | |
| Total quantity of feed used during the culture period (kg) (কালচার পিরিয়ডের মোট ফিডের পরিমাণ (কিগ্রাম)) | | | | | |
| Last date of feed used (সর্বশেষ ফিডের তারিখ) | | | | | |
| Pharmaceuticals/chemicals used (ঔষধ/রাসায়নিক উপাদান) | No (না) | If Yes: Name, dose and date (কিছু যদি হ্যাঁ হলে, নাম, ডোজ, তারিখ) | | | |
| | Yes (হ্যাঁ) | * ডোজ: _____ | | | |
| | | * নাম: _____ | | | |
| | | * তারিখ: _____ | | | |
| Harvesting and selling information (সংগ্রহ ও বিক্রির তথ্য): | | | | | |
| Harvesting Date (সংগ্রহের তারিখ) | Harvested Pond no. (সংগ্রহের পonds নং) | Species (শ্রেণি) | Quantity (kg) (পরিমাণ (কিগ্রাম)) | Sold: Yes/No (বিক্রয়: হ্যাঁ/না) | Name and address of buyers (ক্রেতার নাম ও ঠিকানা) |
| | | | | | |
| | | | | | |



তথ্য ফরম-০০১

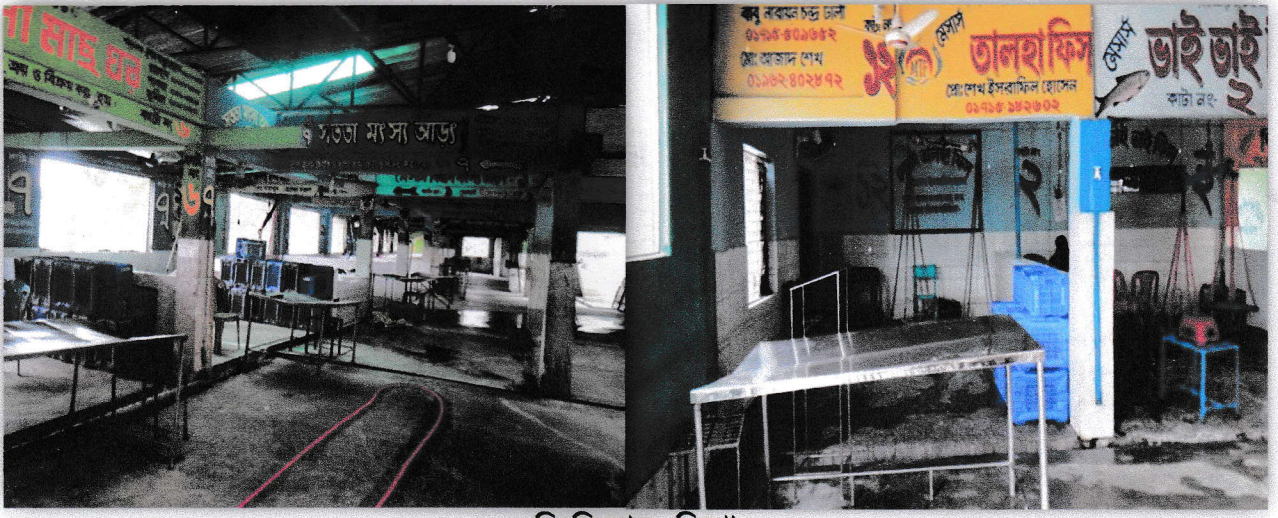
চিংড়ি ঘের

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



চিংড়ি আড়ৎ/ডিপো

- চিংড়িচাষী ডিপো মালিককে “তথ্য ফরম ০০১ (খামার তথ্যাবলি)- যথাযথভাবে পূরণ করে তথ্য ফরমের একটি কপি ডিপো মালিককে প্রদান করবে এবং আরেকটি কপি নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন যা চিংড়ির ট্রেসেবিলিটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- ডিপো মালিক “তথ্য ফরম ০০২ (ডিপো তথ্যাবলি ফর্ম) যথাযথভাবে পূরণ করে তথ্য ফরমের একটি কপি কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে আরেকটি ডিপোতে সংরক্ষণ করবেন।
- মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত জুন, ২০০৮) এর বিধি ২৩ এর সংশ্লিষ্ট তফসিল - ১৪ এ ট্রেসেবিলিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বলা হয়েছে:
 - চিংড়ি বা মাছের ঘেরের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।
 - চাষ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
 - বিক্রির সময় ট্রেসেবিলিটি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে চিংড়ির সাথে তার একটি কপি ত্রেতাকে দিতে হবে।
 - মূল কপি চাষি তার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন।
- ২০০৯-১০ সালে ই ইউ দেশসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১,৯৬,০০০ ঘের রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং ২০১২ সাল হতে রপ্তানী পণ্যে ট্রেসেবিলিটি ডকুমেন্ট যোগ করা হয়। EU FVO Audit মিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ট্রেসেবিলিটি তথ্যসমূহ যাচাই করে থাকে।
- বিভিন্ন ঘের মালিক কর্তৃক আনীত চিংড়ির পরিমাণ ও ঘেরের রেজিঃ নং সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ চিংড়ি ডিপো মালিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে কোন কোন ডিপো হতে কি পরিমাণ চিংড়ি সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত চিংড়ি হতে কি কি পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে তার পরিমাণ ট্রেস কোডের মাধ্যমে জানা যায়।
- ই-ট্রেসেবিলিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘Sustainable Coastal & Marine Fisheries Project’ এর মাধ্যমে নতুন করে ঘেরের ডাটাবেইজ তৈরী হচ্ছে ও ঘেরের রেজিস্ট্রেশন কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে পাইলটিং চালু রয়েছে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শেষ হলে ই-ট্রেসেবিলিটি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করা সম্ভব হবে।

(খ) পরিদর্শনকৃত ইনোভেশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মন্তব্য:

জনাব এ বি এম জাকারিয়া, ফিশারিজ কোয়ারেন্টাইন অফিসার, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা বলেন, “বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর বিদেশে (ইউরোপীয় দেশসমূহে) রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রেসেবিলিটি বিদ্যমান রয়েছে। যার মাধ্যমে চাষীর ঘের হতে ডিপো হয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পণ্য আগমন এবং পণ্য তৈরির মাধ্যমে ট্রেস কোড ব্যবহার করে রপ্তানি করছে। এ পদ্ধতি আরো আধুনিকায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ই-ট্রেসেবিলিটি ধারণা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (পাইলটিং চলমান)।”

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]





ইনোভেশন টিম কর্তৃক মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, খুলনা পরিদর্শন


(গ) “নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসেবিলিটি” নামক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের পূর্বে এবং পরবর্তীতে TCV ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণঃ

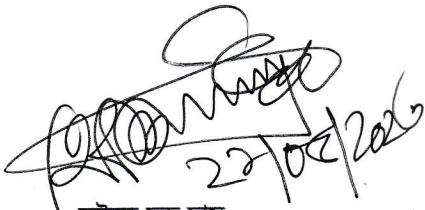
| বিবরণ | বিদ্যমান পদ্ধতি | উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের পর |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Time | ৭ দিন | ৩ দিন |
| Cost | ৭০০ টাকা | ১১০ টাকা |
| Visit | ২ বার | ০ বার |
| সেবা প্রদানে জড়িত কর্মচারীর সংখ্যা | ৭ জন | ৪ জন |
| দাপ্তরিক কাজের ধাপ | ৪টি | ৪টি |
| প্রযুক্তির ব্যবহার | ব্যবহার হচ্ছে তবে অনলাইনে নয় | অনলাইন ও ডাইনামিক ডাটা ভিত্তিক |

(ঘ) প্রত্যাশিত ফলাফল: ই-ট্রেসেবিলিটি কার্যক্রমের ফলে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। এতে করে একদিকে যেমন চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে, অন্যদিকে দেশের সুনাম বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমৃদ্ধ হবে।


 মোঃ আইয়ুব আফনান
 অর্থ বিশ্লেষক, ও
 সদস্য-সচিব, ইনোভেশন টিম


 ২২/০৭/২০২৩
 রওশনুল হক
 অর্থ নিয়ন্ত্রক, ও
 সদস্য, ইনোভেশন টিম


 ২২/০৭/২০২৩
 মোঃ রাজিবুল আলম
 হিসাব নিয়ন্ত্রক, ও
 সদস্য, ইনোভেশন টিম


 ২২/০৭/২০২৩
 অদ্বৈত চন্দ্র দাস
 পরিচালক (ক্রেয় ও বিপণন), ও
 ইনোভেশন অফিসার